সমকাল

16 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৯

পরীক্ষা, নকল ও কাউন্সেলিং

কাজী কোহিনূর বেগম তিথি

জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে– সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন নিঃসন্দেহে তা বলতে হয়। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা সব জায়গাতেই আমরা দেখতে পাই, একজন ছাত্রছাত্রীর ওপর পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। জাতির মেরুদণ্ড ঠিক রাখার জন্য, লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাইয়ের ভিত্তিতে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য সারা বছর কোনো না কোনো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন– এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি, অনার্স, মাস্টার্স ইত্যাদি। একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে লেখাপড়া করানোর পেছনে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা লুকানো থাকে। কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষক, কেউবা বিভিন্ন পেশায় যাওয়ার জন্য অনেক স্বপ্ন নিয়ে পরীক্ষা দেয়। তা পূরণের জন্য আইনের কিছুটা শিথিলতার প্রয়োজন অনুভব করছি। প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ক্লাসের বিভিন্ন পরীক্ষায় পরিদর্শকরা পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রের নিয়মনীতিগুলো পালন হচ্ছে কিনা, কেন্দ্রের নিয়মনীতি লঙ্ঘিত হলে অর্থাৎ কেউ অসদুপায় অবলম্বন করলে তাকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। যে আইনের বলে ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হচ্ছে তা কিছুটা শিথিলতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। আমাদের মতো

বহিষ্কার করলে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের মনে একটা ক্ষিপ্ত-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যার পরিণতিস্বরূপ কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা সমাজে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। সংক্রামক ব্যাধির মতো সমাজের আরও অনেকে নষ্ট হয়ে যায়। এমন বিক্ষিপ্ত মনের ছেলেমেয়ে একটা সময় পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে যায়।

দারিদ্র্যপীড়িত দেশে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে পরীক্ষার কেন্দ্রে পাঠানো হয়। পরীক্ষার সময় কিছু ছাত্র বা ছাত্রী বেশি ভালো রেজাল্ট করার জন্য অথবা কেউ কেউ শুধু পাস করার জন্য নকল করে থাকে। নিঃসন্দেহে এটা অপরাধ। কিন্তু এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে পরীক্ষার খাতা এক ঘণ্টার জন্য আটকে রাখতে পারেন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা দশ নম্বর কেটে রাখতে পারেন। বহিষ্কার করলে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের মনে একটা ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যার পরিণতিস্বরূপ কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা সমাজে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। সংক্রামক ব্যাধির মতো সমাজের আরও অনেকে নষ্ট হয়ে যায়। এমন বিক্ষিপ্ত মনের ছেলেমেয়ে একটা সময় পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে যায়। তখন পরিবার এবং সমাজের অভিভাবক শ্রেণী তাকে নিয়ে বিপদে পড়ে যায়। তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে পরিণত হয়। তাই এই জীবন ধ্বংসকারী আইনের একটু সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তার মানে এটা নয় যে, ছাত্রছাত্রীকে 'অসদুপায় অবলম্বনের জন্য উৎসাহিত করা।

ম্যাজিস্ট্রেট নকলকারী ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করে চলে যান আইনের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। কিন্তু আইন প্রয়োগের পাশাপাশি কাউন্সেলিংয়ের কথা না থাকায় ম্যাজিস্ট্রেটরা আইন প্রয়োগের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীকে কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন না। সেজন্য আইনের সংশোধন হওয়ার পাশাপাশি লিখিত আকারে ম্যাজিস্ট্রেটদের আইন প্রয়োগে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাউন্সেলিং করার আইনটা পাস হওয়া জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। কোনো অন্যায় রোধ করার জন্য কাউন্সেলিংয়ের বিকল্প নেই। মন থেকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা না করলে বহিষ্কার করে ছাত্রছাত্রীদের সংশোধন করা যাবে না। তাই বিষয়টি ভাবার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উত্তরা, ঢাকা